প্রসঙ্গ: ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’/ ‘সোমের প্রতি তারা’ ও ‘দশরথের প্রতি কেকয়ী’।
(৪র্থ সেমেস্টার, স্নাতক বাংলা)

একটি লিঙ্ক শেয়ার করা হ’লো আমার লেখার। এখানে সামগ্রিক বীরাঙ্গনা কাব্য, তথা ‘সোমের প্রতি তারা’ নিয়ে আলোচনা আছে। ওই বিশেষ পত্রের কথামুখ বা ধরতাই, একদম শুরুতে কয়েক লাইনে যেটা আছে, সোম আর বৃহস্পতিপত্নী সম্পর্কে, সেই অংশটা পড়ে এই লেখাটা দ্যাখো।
বোঝার চেষ্টা করো, কীভাবে মাইকেল মূল পুরাণকে ভেঙে এই নতুন দৃষ্টিকোণ আনলেন. ক্যানো আনলেন, সেটাই বলা আছে। নিশ্চই ইতিমধ্যে ভুলে যাওনি, বীরাঙ্গনা আসলে ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যকে নতুন ভঙ্গিতে পড়া, যা উনিশ শতকের নবজাগরিত মানস (অর্থাৎ মাইকেল) পড়তে চেয়েছিলেন ...‘দশরথের প্রতি কেকয়ী’ পত্রটি আমি বারবার বলেছি, শুধুমাত্র স্ত্রীর পত্র নয়। দশরথ স্বামী হবার পাশাপাশি রাজাও কেকয়ীর। সেই রাজার প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার প্রতি অভিযোগের সুর এই পত্রের ছত্রে ছত্রে।
এই পত্রের শেষদিকে, যেখানে কেকয়ী বারবার ‘পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি’ ব’লে চলেছেন, বিষয়টা ধ্রুবপদের মতো ফিরে ফিরে আসছে, একটা গানে যেমন একটা পঙক্তি ঘুরে ঘুরে আসে, সেভাবে, তখনও দ্যাখো, ‘পরম অধর্মাচারী’ কে? ‘রঘুকুলপতি’ !! দশরথ রথী বা আমার স্বামীকে নয়, আক্রমণ সরাসরি রঘুকুলকে। সেই রঘুকুলতিলককে ... এই চিঠির এটাই সবচেয়ে জরুরি বিশেষত্ব। আর এখানেই এই পত্র ‘নীলধ্বজের প্রতি জনা’র সঙ্গে মিলে যায়। কীভাবে মেলে? জনাও কেবলমাত্র প্রবীরের পিতা বা নিজের স্বামী নীলধ্বজকে অভিযুক্ত করেননি। তিনি কৈফিয়ৎ চেয়েছেন রাজা নীলধ্বজের কাছে। তিনি ক্যানো তাঁর একজন বীর সাহসী যোদ্ধা প্রবীরের অন্যায় মৃত্যুর বদলা নিতে তৈরি হচ্ছেন না? ক্যানো উল্টে সেই হন্তারক, সেই খুনীর সঙ্গেই হাত মেলাতে উদগ্রীব তিনি? ক্যানো এই দ্বিরাচার? কীজন্য এমন মেরুদন্ডহীনতা? এটা জনার প্রশ্ন। আর এটা এক প্রজার তাঁর শাসক, অলমাইটিকে করা প্রশ্নও।

এই জায়গাটা একটু বোঝো। দু’টো পত্র পাশাপাশি রেখে পড়ো তো।

‘দশরথের প্রতি কেকয়ী’ শুরু হয় একটা উৎসবমুখর পরিবেশের বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা বলতে বলতে। ক্যানো এই উৎসবের আমেজ? কী হয়েছে নতুন ক’রে? দশরথ কি কোনো যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন? নতুন কোনো রমণী দশরথকে তুষ্ট করতে অগ্রসর হয়েছেন? কৌতুকাবিষ্ট শ্লেষে দশরথকে বিদ্ধ করেছেন কেকয়ী। সেই বিদ্রূপের মাত্রা পঙক্তি থেকে পঙক্তিতে বেড়েছে। অযোধ্যার সমস্ত বাড়ির ছাদে উড়ছে জয়পতাকা, কুলবধুরা মঙ্গল শঙ্খ বাজাচ্ছেন। পুরুষেরা আনন্দরত। কৌশল্যা মহিষী দানকর্মে রত কীসের আনন্দে?
অচিরেই এই অনভিজ্ঞতার ছদ্মবেশ ছাড়েন কেকয়ী। আর আমরা বুঝতে পারি, কেকয়ীকে দেওয়া কথা দশরথ রাখেননি ব’লে এই ক্ষোভ তাঁর। দশরথ কথা দিয়েছিলেন, কেকয়ীপুত্র ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন। কিন্তু সেই কথা বিস্মৃত হয়ে রাম রাজা হবার উপক্রম হ’লে কেকয়ী প্রবঞ্চনার উত্তর প্রত্যাশী হন। এখানে একটু লক্ষ্য করা দরকার, বাল্মীকি রামায়ণে আমরা ঘটনাক্রমটা একটু অন্যরকম দেখেছিলাম। সেটা কীরকম?
রাজা দশরথ যখন কেকয়ীকে দু’টি বর দিতে চান, কেকয়ী বলেন, তিনি পরবর্তীতে ঠিক সময়ে বর প্রত্যাশা করবেন। পরবর্তীতে রামচন্দ্রের রাজা হবার সময় হ’লে কেকয়ী মন্থরার পরামর্শে রামের চোদ্দ বছর বনবাস আর ভরতের রাজ্যাভিষেক কামনা করেন। সেই সূত্রেই রামের বনবাস আর দশরথের ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যু। কিন্তু মাইকেল তাঁর এই পত্রের ধরতাই বা প্রসঙ্গ উল্লেখকারী কথামুখে একটু বদলে দিলেন ক্রমটা। কীভাবে?
তিনি দ্যাখালেন, দশরথ আগেই ভরতকে রাজা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর মাহেন্দ্রক্ষণে সেই কথা ভুলে যান বা প্রতারণা করেন। এই ঘটনাক্রম পাল্টে দেওয়ার কারণে কেকয়ীর অভিযোগটা পুরোপুরি দশরথের উপর গিয়ে পড়লো। দশরথকে ব্ল্যাকমেল করার যে প্রসঙ্গ সংস্কৃত রামায়ণে ছিল, সেই ভিলেনেচিত কেকয়ীকে আমরা ভুললাম। এই সামান্য পরিবর্তন বীরাঙ্গনা কাব্যর মূল প্রকল্পের সঙ্গে মানানসই।
কারুর কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো এই অবধি দেখে। আর পত্রটা পড়ো একবার ভালো ক’রে। কী কী শব্দ বুঝতে পারছো না, বলো। যেমন ধরো শকুন্তলার পত্রে। ‘দ্বিরদ রদ নির্মিত দুয়ারে দুয়ারী দ্বিরদ’ । এটার মানে কী? ‘রদ’ মানে দাঁত। ‘দ্বিরদ’ মানে? দু’টো দাঁত যাদের। অর্থাৎ হস্তী। ‘দ্বিরদ রদ’ মানে দুই দাঁতবিশিষ্ট প্রাণী তথা হাতির দাঁত। সেই হাতির দাঁতে নির্মিত দুয়ারের দুয়ারী বা প্রহরী দ্বিরদ অর্থাৎ হস্তী।

মানে, হাতি হস্তীদন্তনির্মিত দুয়ারের প্রহরী।

এই ধরণের ট্রিকি মানেগুলো জানতে চাইলে সুবিধে। পত্র তিনটে পড়ে একটু জানাও। আমি ব'লে দিই।

— অভিষেক ঘোষাল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কৃষ্ণনাথ কলেজ